"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো খারাপ কথা শুনো না -- এখানে তোমরা সৎসঙ্গে বসে আছো, তোমরা মায়াবী কুসঙ্গে যাবে না, কুসঙ্গে গেলেই সংশয়ের রূপে ঝিমুনি আসে"

***প্রশ্নঃ -** এই সময় কোনো মানুষকেই আধ্যাত্মিক বলা যাবে না -- কেন ?*

***উত্তরঃ -** কেননা সকলেই দেহ - অভিমানী। দেহ - অভিমানীদের কিভাবে আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক বাবা তো একই নিরাকার বাবা, যিনি তোমাদেরও দেহী - অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দেন। সুপ্রীম টাইটেলও এক বাবাকেই দেওয়া যেতে পারে, বাবা ছাড়া আর কাউকেই সুপ্রীম বলা যাবে না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে বসো, তখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের বাবাও, টিচারও আবার সদ্গুরুও । এই তিনেরই প্রয়োজন হয় । প্রথমে বাবা, তারপর পড়ানোর জন্য টিচার, আর পরে হলো সদগুরু । এখানে স্মরণও এইভাবে করতে হবে, কেননা এ তো নতুন কথা, তাই না । তিনি অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ সকলের পিতা । এখানে যেই আসবে তাকে বলা হবে, এই কথা স্মৃতিতে রাখো । এতে কারোর যদি সংশয় থাকে, তাহলে হাত তোলো । এ তো অতি আশ্চর্যের কথা, তাই না । জন্ম - জন্মান্তর তোমরা এমন কাউকে পেয়েছো কি, যাঁকে তোমরা বাবা - টিচার এবং সদগুরু মনে করতে পারো । সেও আবার সুপ্রীম । অসীম জগতের বাবা, অসীম জগতের টিচার এবং অসীম জগতের সদগুরু । এমন কাউকে কখনো পেয়েছো কি ? এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ ছাড়া কখনো তাঁকে পাওয়া যায় না । এতে কারোর যদি কোনো সংশয় থাকে তাহলে হাত তোলো । এখানে সকলেই নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বসে আছে । এই তিনই হলো মূখ্য । অসীম জগতের পিতা আসীম জগতের জ্ঞানই দান করেন । অসীম জগতের জ্ঞান তো এই একটাই । জাগতিক জ্ঞান তো তোমরা অনেক পড়ে এসেছো । কেউ উকিল হয়, কেউ সার্জেন হয়, কেননা এখানে তো ডাক্তার, জজ, উকিল আদি সবেরই প্রয়োজন । ওখানে তো এসবের দরকার নেই । ওখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই । তাই বাবা এখন বসে বাচ্চাদের অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করছেন । অসীম জগতের বাবাই এই অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করেন, তারপর অর্ধেক কল্প তোমাদের কোনো শিক্ষা গ্রহণের দরকার হয় না । তোমরা একইবার এই শিক্ষা পাও, যা ২১ জন্মের জন্য ফলিভূত হয়, অর্থাৎ তার ফল পাওয়া যায় । ওখানে তো ডাক্তার, ব্যরিস্টার, জজ ইত্যাদি থাকে না । এ তো নিশ্চিত, তাই না । বরাবর তো এমনই, তাই না ? ওখানে কোনো দুঃখ থাকে না । কর্মভোগও থাকে না । বাবা বসে তোমাদের কর্মের গতি বোঝান । যাঁরা গীতা পাঠ করেন, তাঁরা কি এমন কথা বলেন ? বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । ওখানে তো লিখে দিয়েছে - কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, কিন্তু ওরা হলো দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ । শিববাবা তো কোনো নাম ধারণ করেন না । তাঁর দ্বিতীয় কোনো নাম নেই । বাবা বলেন যে, আমি এই শরীর ধার হিসাবে নিই । এই শরীর রূপী গৃহ আমার নয়, এও এনার (ব্রহ্মার) । জানলা দরজা (চোখ-মুখ) সবই আছে এখানে । বাবা তাই বোঝান, আমি তোমাদের এই অসীম জগতের পিতা, অর্থাৎ সকল আত্মার পিতা, আমি আত্মাদেরই পড়াই । এঁকে বলা হয় আধ্যাত্মিক পিতা অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, আর কাউকেই আত্মাদের পিতা বলা হবে না । বাচ্চারা, তোমরা এখানে জানতে পারো, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা । এখন তোমাদের আধ্যাত্মিক সম্মেলন হচ্ছে । বাস্তবে আধ্যাত্মিক সম্মেলন তো হয়ই না । ওরা তো প্রকৃত আধ্যাত্মিক নয় । সকলেই দেহে ভাবে আবদ্ধ । বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা দেহী - অভিমানী ভব । দেহের অহংকার ত্যাগ করো । এমন কেউ বলবেই না । আধ্যাত্মিক এই শব্দের প্রয়োগ এখনই হয় । আগে ধর্মীয় সম্মেলন বলা হতো । এই আধ্যাত্মিক কথার অর্থ কেউই বুঝতো না । আধ্যাত্মিক পিতা অর্থাৎ নিরাকারী বাবা । তোমরা আত্মারা হলে আধ্যাত্মিক সন্তান । এই আধ্যাত্মিক পিতা এসেই তোমাদের পড়ান । এই বুদ্ধি বা জ্ঞান আর কারোর মধ্যেই হবে না । বাবা নিজে বসেই বলেন যে, আমি কে । গীতাতে এই কথা নেই । আমি তোমাদের অসীম জগতের জ্ঞান দান করি । এখানে উকিল, জজ, সার্জেন ইত্যাদির প্রয়োজন নেই কেননা ওখানে তো একদম সুখই সুখ । ওখানে দুঃখের নাম - নিশানা নেই । এখানে আবার সুখের নাম - নিশানা নেই, একে বলা হয় প্রায় লোপ অবস্থা । এখানে সুখ হলো কাক - বিষ্ঠার তুল্য । সামান্যতম সুখ পেলে এই অসীম সুখের জ্ঞান কিভাবে দেওয়া যাবে । পূর্বে যখন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো তখন ১০০ ভাগ সত্যতা ছিলো । এখন তো মিথ্যাই মিথ্যা ।

এ হলো অসীম জগতের জ্ঞান । তোমরা জানো যে, এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, যার বীজ রূপ হলাম আমি । তাঁর মধ্যে ঝাড়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান নেই । আমি হলাম চৈতন্য বীজ রূপ । আমাকে বলে জ্ঞানের সাগর ।

জ্ঞানের দ্বারা এক সেকেণ্ডেই গতি - সদগতি হয় । আমি হলাম সকলের বাবা । বাচ্চারা, তোমরা আমাকে চিনতে পারলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে যাও, তবুও এ তো রাজধানী, স্বর্গেও তো নম্বরের ক্রমানুসারে অনেক পদই আছে । বাবা তোমাদের একই পাঠ পড়ান । যারা পাঠ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে নম্বরের ক্রম তো থাকেই । এতে আর কোনো পড়ার প্রয়োজন থাকে না । ওখানে কেউই অসুস্থ হয় না । পাই পয়সা উপার্জনের জন্য কেউ পড়ে না । তোমরা এখান থেকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে যাও । ওখানে এই কথা জানতেই পারবে না যে, এই পদ আমাদের কে দিয়েছে । এ কথা তোমরা এখনই বুঝতে পারো । জাগতিক জ্ঞান তো তোমরা পড়েই এসেছো । এখন অসীম জগতের জ্ঞান যিনি পড়ান, তাঁকে জানতে পেরেছো, চিনতে পেরেছো । তোমরা জানতে পেরেছো, বাবা যেমন বাবাও, আবার টিচারও, তিনি এসে আমাদের পড়ান । তিনি সুপ্রীম টিচার, তিনি আমাদের রাজযোগ শেখান । তিনিই প্রকৃত সদগুরু । এ হলো বেহদের রাজযোগ । ওরা ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারিই শেখাবে, কেননা এই দুনিয়াই হলো দুঃখের (সত্যযুগে ডাক্তার বা ব্যারিস্টারের দরকার পড়ে না, কারণ সে হল সুখের দুনিয়া) । ওইসব হলো জাগতিক পড়া আর এ হলো অসীম জগতের পাঠ । বাবা তোমাদের অসীম জগতের এই পাঠ পড়ান । তোমরা এই কথাও জানো যে, বাবা, টিচার, সদগুরু কল্প - কল্প আসেন আর তখন সত্য এবং ত্রেতা যুগের জন্য এই পাঠ পড়ান । এরপর প্রায় লোপ হয়ে যায় । ড্রামা অনুসারে সুখের প্রালব্ধ সম্পূর্ণ হয়ে যায় । অসীম জগতের বাবা বসে এই কথা বোঝান, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় কৃষ্ণকে কি "ত্বমেব মাতাচ পিতা" বা পতিত পাবন বলা হবে কি ? এর পদ আর ওনার পদের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ । বাবা এখন বলছেন, আমাকে চিনতে পারলে তোমরা এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো । *এখন যদি কৃষ্ণ ভগবান হতো, তাহলে যে কেউই ঝট করে চিনতে পারতো । কৃষ্ণের জন্ম কোনো দিব্য বা অলৌকিক এমন কোনো মহিমা নেই* । কেবল পবিত্রতার মহিমা হয় । বাবা তো কারোর গর্ভ থেকে বের হন না । তিনি মিষ্টি - মিষ্টি আত্মিক সন্তানদের বোঝান, আত্মারাই এই পাঠ গ্রহণ করে । সংস্কার ভালো বা মন্দ, তা আত্মার মধ্যেই থাকে । আত্মা যেই অনুসারে কর্ম করে, সেই অনুসারে শরীর প্রাপ্ত হয় । কেউ কেউ অনেক দুঃখ ভোগ করে, কেউ আবার অন্ধ বা বধির হয় । মানুষ বলবে, অতীতে এমন কর্ম করেছে, তার এই ফল । আত্মা কর্ম অনুসারেই রোগী শরীর ইত্যাদি প্রাপ্ত করে ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে - আমাদের গড ফাদারই পড়ান । ভগবানই আমাদের টিচার, ভগবানই উপদেষ্টা । তাঁকে বলা হয় গড পরম আত্মা । একে মিলিয়েই পরমাত্মা বলা হয় অর্থাৎ সুপ্রীম সোল । ব্রহ্মাকে তো সুপ্রীম বলা হবে না । সুপ্রীম অর্থাৎ উঁচুর থেকেও উঁচু, পবিত্রর থেকেও পবিত্র । পদ তো প্রত্যেকেরই পৃথক । কৃষ্ণের যে পদ তা অন্য কেউই পেতে পারে না । লৌকিকেও প্রধানমন্ত্রীর পদ অন্য কাউকে দেওয়াই হবে না । বাবার পদও আলাদা । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের পদও আলাদা । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর হলেন দেবতা, শিব হলেন পরমাত্মা । দুজনকে মিলিয়ে শিবশঙ্কর কিভাবে বলা হবে ? দুজনেই তো আলাদা । মানুষ না বোঝার কারণে শিব শঙ্করকে এক বলে দেয় । নামও এমন রেখে দেয় । এই সব কথা বাবা এসেই বোঝান । তোমরা জানো যে, ইনি হলেন বাবা, আবার টিচার এবং সদগুরুও । প্রত্যেক মানুষেরই বাবাও থাকেন, আবার টিচারও থাকেন আবার সদগুরুও থাকেন । মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন গুরু করে । আজকাল তো ছোটো অবস্থাতেও গুরু করে দেয়, তারা মনে করে, গুরু যদি না করা হয়, তাহলে অবজ্ঞা হয়ে যাবে । পূর্বে ৬০ বছরের পরে গুরু করা হতো । সে হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা । নির্বাণ অর্থাৎ বাণীর ঊর্ধ্বে মিষ্টি সাইলেন্স হোম, যেখানে যাওয়ার জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প পরিশ্রম করেছো, কিন্তু তা কোথায় কেউই জানতো না। তাই যেতেও পারতো না । কিভাবে কাউকে রাস্তা বলে দেবে ? ওই একজন ছাড়া কেউই তো পথ বলে দিতে পারে না । সকলের বুদ্ধি তো একরকম হয় না । কেউ যেমন শুধুই কথকথা শোনে, লাভ কিছুই নেই । উন্নতিও কিছুই হয় না । তোমরা এখন বাগানের ফুল তৈরী হচ্ছো । তোমরা ফুল থেকে কাঁটা হয়েছিলে, বাবা আবার তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করছেন । তোমরাই পূজ্য ছিলে, আবার পূজারী হয়েছো । ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছো । বাবা তোমাদের সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেছেন । এখন আবার কি করে পতিত থেকে পবিত্র হবে, এ কেউই জানে না । মানুষ এমন গানও করে, পতিত পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও, তাহলে কেন জলের নদী, সাগর ইত্যাদিকে পতিত - পাবন মনে করে সেখানে গিয়ে স্নান করে । গঙ্গাকে তারা পতিত পাবনী বলে দেয়, কিন্তু নদী কোথা থেকে নির্গত হয়েছে ? সাগর থেকেই তো বের হয়, তাই না । তাহলে এ সবই সাগরের সন্তান তাই প্রত্যেকটি কথাই খুব ভালো করে বোঝার ।

বাচ্চারা, এখানে তো তোমরা সৎসঙ্গে বসে আছো । বাইরে কুসঙ্গে যদি তোমরা যাও তাহলে তোমাদের অনেক উল্টো কথা শোনাবে । তখন এইসব কথা ভুলে যাবে । কুসঙ্গে গেলে তোমরা ঝিমাতে থাকো, তখনই সংশয় এসেছে জানতে পারা যায়, কিন্তু এই কথা তো ভুলে যাওয়া উচিত নয় । আমাদের বাবা অসীম জগতের বাবা, তিনি টিচারও, তিনিই পার করে দেন, এই নিশ্চয়তার সঙ্গেই তোমরা এখানে এসেছো । ওইসব হলো দেহের জন্য লৌকিক পড়া, লৌকিক ভাষা । এ হলো

অলৌকিক । বাবা বলেন যে, আমার জন্মও অলৌকিক । আমি শরীরের ধার নিই । এই পুরানো জুতো ধারণ করি । সে-ই অনেক পুরানো, সবথেকে পুরানো এই শরীর রূপী জুতো । বাবা যার দেহের আধার নিয়েছেন, তাঁকে লং বুট বলা হয় । এ কতো সহজ কথা । এ তো ভোলার কথা নয়, কিন্তু মায়া এতো সহজ কথাও ভুলিয়ে দেয় । বাবা যেমন বাবাও, তিনি আবার অসীম জগতের শিক্ষা দানকারী, যে শিক্ষা আর কেউই দিতে পারে না । বাবা বলেন, তোমরা প্রচেষ্টা করে দেখো, কোথা থেকে এই শিক্ষা পাবে । সকলেই হলো মানুষ । তারা তো এই জ্ঞান দিতেই পারবে না । ভগবান একই রথ নেন, যাঁকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যাঁকে পদমাপদম ভাগ্যশালী বানানোর জন্য বাবা প্রবেশ করেন । ইনি হলেন সম্পূর্ণ কাছের দানা । ইনিই ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হন । শিববাবা যেমন এনাকে বানান, তোমাদেরও এনার দ্বারা বিশ্বের মালিক বানান । রাজত্ব স্থাপনের কারণে এখানে বিষ্ণুর সম্পূর্ণ স্থাপনা হয়, একেই বলা হয় রাজযোগ । এখন তো এখানে সবাই শুনছে, কিন্তু বাবা জানেন, অনেকের কান দিয়েই তা বেরিয়ে যায়, কেউ যদি ধারণ করে, তবেই অন্যদের শোনাতে পারে । এদেরই মহারথী বলা হয় । এরা নিজেরা শুনে তা ধারণ করে, অন্যদেরও আগ্রহের সঙ্গে আনন্দ করে বোঝায় । বোঝানোর জন্য যদি মহারথী থাকে, তাহলে ঝট করে বুঝতে পারবে । এরা ঘোড়সওয়ারের থেকে কম বুঝতে পারে, পেয়াদাদের থেকে আরো কম বুঝতে পারে । বাবা তো একথা জানেনই যে, কে মহারথী আর কে ঘোড়সওয়ার । এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথা নেই, কিন্তু বাবা দেখেন যে, কোনো - কোনো বাচ্চা দ্বিধায় পড়ে যায় তখন ঝিমাতে থাকে । তারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে । উপার্জনে কখনো ঝিমুনি আসে কি ? তোমরা ঝিমাতে থাকলে কিভাবে ধারণা হবে ? হাই তোলা দেখে বাবা বুঝতে পারেন যে, এ পরিশ্রান্ত । এই উপার্জনে কখনোই পরিশ্রম হয় না । হাই তোলা হলো উদাস থাকার নিদর্শন । কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে অন্দরে যারা আটকে থাকে, তাদেরই তাদেরই অনেক হাই আসে । তোমরা এখন বাবার ঘরে বসে আছো, তাই এখানে পরিবারও আছে, টিচারও এখানে হয় আবার পথ বলে দেওয়ার জন্য গুরুও এখনেই হয় । এনাকে মাস্টার গুরু বলা হয় । তাই এখন বাবার ডান হাত তো হতে হবে, তাই না, যাতে তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো । নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজই লাভদায়ক নয় । সকলের উপার্জনই শেষ হয়ে যায় । এই নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ বাবাই শেখান । তাই তোমাদের কোন পাঠ পড়ার প্রয়োজন । *যার কাছে অনেক অর্থ আছে, সে মনে করে এখানেই স্বর্গ । বাপু গান্ধী রামরাজ্য স্থাপন করেছিলেন কি ? আরে, এই দুনিয়া তো পুরানো, তমোপ্রধান, এখানে দুঃখ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, একে কিভাবে রামরাজ্য বলা হবে* । মানুষ কতো অবুঝ । এই অবুঝদেরই তমোপ্রধান বলা হয় । বুঝদারদের বলা হয় সতোপ্রধান । এই চক্র ঘুরতেই থাকে, এতে বাবাকে প্রশ্ন করার কিছুই নেই । বাবার দায়িত্ব হলো রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান প্রদান করা । তিনি তো তা দিতেই থাকেন । তিনি মুরলীতে সবই বোঝাতে থাকেন । এতে সমস্ত কথারই উত্তর পাওয়া যায় । বাকি তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে ? বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারবেন না, তাহলে কিভাবে জিজ্ঞেস করবে । এ কথাও তোমরা বোর্ডে লিখতে পারো - ২১ জন্মের জন্য এভার হেলদি, এভার ওয়েলদি হতে হলে এখানে এসে বোঝো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যা শোনান, তা শুনে খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । অন্যকে আগ্রহের সঙ্গে শোনাতে হবে । এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না । উপার্জনের সময় কখনো হাই তুলবে না ।

২) বাবার ডান হাত হয়ে অনেকের কল্যাণ করতে হবে । নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ করতে হবে ।

বরদানঃ- আচার-আচরণে এবং চেহারায় পবিত্রতার শৃঙ্গারের ঝলক দেখিয়ে সুসজ্জিত মূর্তি ভব*

পবিত্রতা হলো ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার । প্রতি মুহূর্তে চেহারা এবং আচার-আচরণে যেন এই পবিত্রতার শৃঙ্গারের অনুভূতি অন্যদেরও হয় । দৃষ্টি, মুখ, হাত এবং পায়ে যেন সদা পবিত্রতার শৃঙ্গার প্রত্যক্ষ হয় । প্রত্যেকেই যেন এই বর্ণনা করে যে, এর চেহারায় পবিত্রতার ঝলক দেখা যায় । নয়নে পবিত্রতার ঝলক, মুখে পবিত্রতার হাসি, আর কোনো জিনিসই যেন তাদের নজরে না আসে - একেই বলা হয় পবিত্রতার শৃঙ্গারে সুসজ্জিত মূর্তি ।

স্লোগানঃ- ব্যর্থ সম্বন্ধ - সম্পর্কও একাউন্টকে খালি করে দেয়, তাই ব্যর্থকে সমাপ্ত করো* ।